

১৫/২/০৬
১২

পরিচিতি

সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ

ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম আধুনিক হাসপাতাল। ঢাকার কলেজের এবং প্রাদেশিক আপীল বিভাগের জজ স্যার রবার্ট মিটফোর্ডের নামানুসারে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার মিটফোর্ডের সময়ে মহামারী আকারে ভয়াবহ কলেরা দেখা দেয় এবং ঢাকায় দৈনিক ১৫০ থেকে ২০০ জন মারা যায়। চিকিৎসা সুবিধা ছিল অপর্যাপ্ত। মিটফোর্ড জনগণের এই দুর্দশা দেখে মর্মান্বিত হন। ১৮৬৬ সালে ইংল্যান্ডে তিনি মৃত্যুর আগে তাঁর সম্পত্তির বেশির ভাগই (প্রায় ৮,০০,০০০ টাকা) ঢাকার জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজ এবং একটি হাসপাতাল ভবন নির্মাণ করার জন্য বাংলার সরকারের নামে উইল করে দেন।

এই উইল তাঁর উত্তরাধিকারীদের দ্বারা বিতর্কিত হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৮৫০ সালে প্রধান বিচারালয় বাংলার সরকারের পক্ষে আংশিক রায় দেন। যার সুবাদে ১,৬৬,০০ টাকা পাওয়া যায়। এই অর্থে বর্তমান স্থানে ১৮৫৪ সালে হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তখন এই

স্থানটির 'কাটরা পাকুড়তলী', বাবুবাজার নামে পরিচিত ছিল। প্রথম থেকেই এই হাসপাতাল পরিচালনার দায়িত্ব ঢাকা পৌরসভার অধীন ছিল।

১৮৮২ সালে ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ এবং ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের দানে হাসপাতালে একটি মহিলা ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। নবাব আহসানউল্লাহ ১৮৮৮-৮৯ সালে একই দালানের মধ্যে ডাফরিন হাসপাতাল নির্মাণের জন্য আরও ৫০,০০০ টাকা দান করেন। ১৮৮৭ সালে হাসপাতালে একটি ইউরোপীয়ান ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৮৯-৯০ সালে ভাগ্যকুলের রাজা শ্রীনাথ রায় তাঁর মায়ের স্মৃতির স্মরণে ৩,০০,০০০ টাকা ব্যয়ে একটি চক্ষু বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৫ সালে ঢাকা মেডিকেল স্কুল নামে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৮৯ সালে ১৬ জন দেশীয় রাজা ও সমাজসেবকের অনুদানে এর প্রধান ভবন নির্মিত হয়। ১৯৬২ সালে এটি মেডিকেল কলেজে রূপান্তরিত হয়। নবাব পরিবারে অবদানের কথা বিবেচনা করে নবাব স্যার সলিমুল্লাহ (১৮৭১-১৯১৫) নামে মেডিকেল কলেজটির নামকরণ করা হয়। প্রথম দিকে এখান থেকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এল এম এফ ডিগ্রি দেওয়া হতো। ১৯৫৭ সালে এন.এম.এফ কোর্স বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৬৩-১৯৭২ সাল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত এম.বি.বি.এস কোর্স চালু থাকে। ১৯৮৪ সালের পর থেকে সুপারিনটেনডেন্টকে হাসপাতালের পরিচালক পদে উন্নীত করা হয়। কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রায় ২৫টি বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে।

— ক্যাম্পাস প্রতিবেদ

